BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL
UNIVERSITY , DHANBAD

বিনোদবিহারী মাহাতো কোয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়,
ধানবাদ , ঝাড়খন্ড

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph. D DEGREE

TITLE

BANGLA SAHITYE MOHILA ROHOSYO SONDHANI: BISESH ALOKPAT
SUCHITRA BHATTACHARZER GOYENDA GOLPO

বিষয় শিরোনাম

(বাংলা সাহিত্যে মহিলা রহস্য সন্ধানীঃ বিশেষ আলোকপাত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা গল্প)

NAME OF THE CANDIDATE

PARAMITA CHATTERJEE

DEPARTMENT OF BENGALI , BBMKU , DHANBAD

2020

Scanned with Ca

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হওয়ার সুবাদে পাঠক্রম অন্তর্গত এবং পাঠক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন বই পড়ার সুযোগ ঘটেছে। কথাসাহিত্য বরাবরই পছন্দের জায়গা। তার মধ্যেও যদি বিশেষ ভাবে বলতে হয় তাহলে উল্লেখ করা যায় গোয়েন্দা কাহিনী বা রহস্য অ্যাডভেঞ্চার গল্পের, যা বিশেষ প্রিয় স্থান অধিকার করে আছে। দীর্ঘদিন ধরে পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন বই ও টেলিভিশন মিডিয়ার দৌলতে সাহিত্যের এই শাখাটি আমার বিশেষ প্রিয়। তাই যখন গবেষণাকর্ম করার সুযোগ পেলাম তখন প্রথমেই এই বিষয়ের ওপর কাজ করার চিন্তা মনে এল। বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ড. শর্মিলা ব্যানার্জির সাথে এ বিষয়ে কথা বললাম এবং তিনি আমার চিন্তা ধারাকে প্রসারিত করলেন। যে চিন্তাভাবনা এলোমেলো স্তরে বিপর্যস্ত ছিল তাকে বর্তমানে একটি শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছি। **বাংলা সাহিত্যে মহিলা রহস্য সন্ধানীঃ বিশেষ আলোকপাত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা গল্প** - উপরোক্ত শিরোনামে যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে গবেষণা করতে অনুমতি দেন তবে আমি বাধিত থাকব। আমার একান্ত অনুরোধ এই কাজটি আমি করতে চাই ড. শর্মিলা ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে। এই আবেদনটি যদি কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেন তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

22.9.20.

তারিখ -

Paramita Chatterjee

গবেষকের স্বাক্ষর

ভূমিকা

(INTRODUCTION)

রহস্য কেন্দ্রিক গল্পের বা ক্রাইম গল্পের সূত্রপাত বৈদিক যুগ থেকে । অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে – "পৃথিবীতে মানবসংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসে জীবনচর্যার দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য শিল্প-কল্পনাকে যদি বৃক্ষের উপমা দিই,তবে সে বৃক্ষের প্রথম উদগত শাখাগুলির অন্যতম হবে শিকার চিত্র ও গোয়েন্দার গল্প । গোপনে অনুসন্ধান করে ফাঁদ পেতে অথবা আঘাত করে আয়ত্ত করা"[1]। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ডিটেকটিভ গল্পের সূত্রপাত। যদিও ইংরেজি সাহিত্যে এই শাখাটি অতি পরিচিতি লাভ করেছে, তবে বাংলা সাহিত্যে এর আবির্ভাব বড় কম দিন নয়। মানবসমাজে ভাল এবং মন্দ এই দুই রুচির মানুষ যেহেতু আছে তাই প্রকৃতি অনুযায়ী মন্দ কাজ বা অসামাজিক কাজ বা দুষ্কর্ম নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিছু ঘটনা চোখের আড়ালে ঘটে তখন তার রহস্য উন্মোচনের জন্য প্রয়োজন হয় রহস্য সন্ধানীর, যাকে সাধারণ ভাষায় আমরা গোয়েন্দা বলে থাকি। এরা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে , খানিক অনুমান করে এবং অধিকাংশটাই প্রমাণ সংগ্রহ করে জটিল সমস্যার সমাধান সূত্র বার করেন। আমাদের গবেষণা কর্মটি এই রহস্য কেন্দ্রিক গল্পের যারা মোড় ঘোরান অর্থাৎ গোয়েন্দা, তাদের কেন্দ্র করে। বিশেষভাবে মহিলা রহস্যসন্ধানী অর্থাৎ মহিলা গোয়েন্দাদের ওপর আমরা আলোকপাত করতে চাইছি। বাংলা সাহিত্যে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং সরলাবালা দেবী এই দুইজনের চিত্রিত মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র গুলির মাধ্যমে মহিলাদের পথচলা শুরু হয়েছিল এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে আরও তথ্য আমরা দেবার চেষ্টা করব । বর্তমানে সাতটি অধ্যায়ে বিষয়টিকে বিভাজন

---

1. সুকুমার সেন : ক্রাইমের কালক্রান্তি , আনন্দ – পৃষ্ঠা – ৪ ।

করেছি, এই অধ্যায়গুলিতে স্তরে স্তরে আমরা গবেষণার কর্মটিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (**Summary of Research Work)**

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি

'Research Methodology : Analytical Research'

1. সমস্যা অনুসন্ধান (Problems to be Investigated)
2. গবেষণার লক্ষ্য (Objective of the Research work)
3. অনুমান (Hypotheses)
4. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Perspective)
5. তাৎপর্য (Significance)

Scanned with Ca

(Topic of the research)

BANGLA SAHITYE MOHILA ROHOSYO SONDHANI: BISESH ALOKPAT SUCHITRA BHATTACHARZER GOYENDA GOLPO

বিষয় শিরোনাম

(বাংলা সাহিত্যে মহিলা রহস্য সন্ধানীঃ বিশেষ আলোকপাত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা গল্প)

"বাংলা সাহিত্যে মহিলা রহস্যসন্ধানী : বিশেষ আলোকপাত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা গল্প" - এই বিষয়টি আমাদের গবেষণার শিরোনাম। অত্যন্ত সুখপাঠ্য এবং কৌতূহল উদ্রেককারী রহস্য গল্প ও তার রচয়িতাদের, বিশেষ করে মহিলা রহস্যসন্ধানীদের সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করার জন্য আমরা বিষয়টিকে সাতটি অধ্যায়ে আলোচনার করার চেষ্টা করব ।

সমস্যা অনুসন্ধান (Problems to be Investigated)

আমরা এ বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবো আমাদের গবেষণা পত্রটিতে যে সমস্ত রহস্যসন্ধানী, বিশেষত মহিলা, কালের গর্ভে তলিয়ে গেছেন , অনালোচিত অথচ তাদের কর্ম সম্পাদন করেছেন নিপুণভাবে , তাঁরা যেন অবশ্যই আলোচনার আলোক বৃত্তে প্রবেশ করেন । এছাড়াও যে সমস্ত রচনার হাত ধরে আমাদের এই রহস্য-রোমাঞ্চ জগতে প্রবেশ , তাদের সম্পর্কেও অল্প বিস্তর আলোচনা করতে চাই।

গবেষণার লক্ষ্য (Objective of the Research work)

আমাদের গবেষণার লক্ষ্য হলো বাংলা সাহিত্যে মহিলা রহস্য সন্ধানীদের একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করা এবং সেই তালিকা অনুযায়ী তাদের রহস্য অনুসন্ধানকে পুরুষ রহস্য সন্ধানীদের সাথে তুলনা করা,প্রত্যেকের সামাজিক

Scanned with Ca

দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ এবং অবশ্যই রহস্য সমাধানের ইউনিক স্টাইলকে তুলে ধরা। এখানে বিশেষ করে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিনমাসি আমাদের কাজে গুরুত্ব পাবে বেশি, তবে অন্যান্য মহিলা রহস্য সন্ধানীদের রচনাকেও তুলনামূলক দৃষ্টিতে বিচার করার চেষ্টা করবো অবশ্যই।

অনুমান (Hypotheses)

এই গবেষণা কর্মের মাধ্যমে অনালোচিত মহিলা রহস্যসন্ধানীদের কালানুক্রমিক তালিকার পাশাপাশি তাঁদের চিন্তা-চেতনা জগতকে উন্মোচন করা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা দেখেছি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর মেয়েরা যখন গোয়েন্দা বইটির ভূমিকা তে লিখেছেন - " মেয়েরা এরোপ্লেন চালাতে পারেন, কামান দাগতে পারেন, আবার বাড়ির কর্তাটি তাঁর মাইনের থেকে আগেই দু-পাঁচশো টাকা কোথাও সরিয়ে রেখে থাকলে চক্ষের পলকে বার করে ফেলতে পারেন সেই গুপ্তধন, আর গোয়েন্দাগিরিতে পুরুষদের তুলনায় তাঁরা পিছিয়ে থাকবেন ,তাও কি হয় নাকি ? "[2] সুতরাং অন্যান্য পেশার মহিলাদের সার্থক হওয়ার যে নমুনা আমরা দেখতে পাই, স্বল্প হলেও এই পেশাটিতে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ধীরে ধীরে। আমরা আশা রাখি এবং অনুমান করি একদিন এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। এই গবেষণা কর্মের মাধ্যমে অনালোচিত মহিলা রহস্যসন্ধানীদের কালানুক্রমিক তালিকার পাশাপাশি তাঁদের চিন্তা-চেতনার জগতকে উন্মোচন করা আমাদের উদ্দেশ্য।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Perspective)

গবেষণার বিষয় হিসাবে রহস্যসন্ধানী এবং রহস্যগল্প কে নির্বাচন করা খানিক অভিনব এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গতানুগতিক ধারার বাইরে এই বিষয়টি আমাদের চিন্তা-চেতনার জগতকে প্রসারিত করে তোলে। আজ বলে নয় ভবিষ্যতেও এই বিষয়টি যথেষ্ট কৌতূহল উদ্দীপক এবং সুখপাঠ্য ও প্রিয় হয়ে মানুষের মনে থাকবে বলেই মনে হয়। তার কারণ মানুষের মন সদাই অজানাকে জানতে চায়, খুঁজে পেতে চায় অজ্ঞাত ঘটনার বিবরণকে। তাই রহস্য সন্ধান এবং তার ধারা ও রহস্যসন্ধানী - এদের গুরুত্ব কম হওয়ার নয়।

যত দিন বদলে যাবে তত অপরাধের ধারা বদলে যাবে , নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে কিন্তু তার মাঝে আশার আলো দেখাবেন রহস্যসন্ধানীরা। মহিলা রহস্যসন্ধানীদের ইতিহাস হয়তো শৈশব থেকে কৈশোরে পা রেখেছে কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবন এবং বাকি দীর্ঘজীবন এর এখনো বাকি আছে বলে আমরা মনে করি।

---

[2] নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী – মেয়েরা যখন গোয়েন্দা – পৃষ্ঠা -০৬

আমাদের উদ্দেশ্য মহিলা রহস্য সন্ধানীদের একটি যথাযথ তালিকা প্রস্তুত করা এবং সুচিত্রা ভট্টাচার্যের রচিত মিতিনমাসি চরিত্রটির যে রহস্য সন্ধানের ধারা তার ওপর আলোকপাত করা। সর্বোপরি মহিলা গোয়েন্দা শাখাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা। এই বিষয়টির ওপর ভবিষ্যতে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা এবং পর্যালোচনা হওয়ার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে।

তাৎপর্য (Significance)

বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি অন্যান্য শাখার মত আলোচিত হয়নি, অথচ পাঠক সমাজে এর চাহিদা ও জনপ্রিয়তা কিছু কম নয়। তাই সাহিত্যিকদের মৌলিক চিন্তার এই বিশেষ ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

Tools:

1. Overview of Research
2. Research design
3. Methods of Data Collection (Primary data & Secondary data)
4. Data preparation
5. Sampling Methods (Random sampling, Systematic sampling etc.)
6. Processing and analysis of Data
7. Multivariate Analysis
8. Reliability and Validity (About the content and information)
9. Interpretation and report writing.

Scanned with Ca

TENTATIVE CHAPTERISATION

সুচিপত্র

ভূমিকাঃ (Introduction)

প্রথম অধ্যায়ঃ (First Chapter) গোয়েন্দা গল্প কি ও থ্রিলার , অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দাবিহীন রহস্যগল্পের সঙ্গে এর পার্থক্য ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ (Second Chapter) গোয়েন্দা গল্প রচনার ইতিহাস ও পটভূমি ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ(Third Chapter) বিদেশি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় মহিলা রহস্যসন্ধানী ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ(Fourth Chapter) মহিলা বনাম পুরুষ রহস্যসন্ধানীর রহস্য অনুসন্ধানের ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ ।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ(Fifth Chapter) বাংলা সাহিত্যে মহিলা রহস্যসন্ধানী ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ(Sixth Chapter) সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও তাঁর মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র ।

সপ্তম অধ্যায়ঃ(Seventh Chapter) মিতিন মাসির রহস্য সন্ধানের শৈলী ও অন্যান্য মহিলা রহস্যসন্ধানীদের সঙ্গে তুলনা ।

উপসংহার (Conclusion) ।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) ।

প্রথম অধ্যায়ঃ

গোয়েন্দা গল্প কি ও থ্রিলার , অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দাবিহীন রহস্যগল্পের সঙ্গে এর পার্থক্য

Scanned with Ca

প্রথম অধ্যায়: গোয়েন্দা গল্প কি ও থ্রিলার , অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দাবিহীন রহস্যগল্পের সঙ্গে এর পার্থক্য

যে ঘটনা রহস্যের আড়ালে থেকে আমাদের জিজ্ঞাসু মনোভাবকে বাড়িয়ে তোলে এবং যার সমাধান করা জটিল হয়ে ওঠে সেগুলো সাধারনত রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী । এই রহস্যের সমাধান করতে যিনি অবতীর্ণ হন তাঁর পোশাকি নাম গোয়েন্দা । বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা চরিত্র বলতে সেই সমস্ত গল্প চরিত্রকে বুঝি যারা রহস্য উপন্যাস ও গল্পে মূল চরিত্র হিসেবে রহস্য উন্মোচন করে থাকেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির সঙ্গে এই গোয়েন্দা রহস্য কাহিনী শাখায় একটু তফাৎ রয়েছে । ঘটনাপ্রবাহ, মূল অভিঘাত, তৎপরবর্তী জেরা, অনুসন্ধান, প্রমাণের ভিত্তিতে একজন গোয়েন্দা খুঁজে বার করেন অপরাধীকে । এখানে শুধুমাত্র কবিত্ব বা ভালোবাসা ঠাঁই পায় না , মানুষের মনের গোপন প্রতিচ্ছবিটি উঠে আসে প্রতিটি ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে। গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক গল্পের প্লটকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেন সাহিত্যের আবরণে মুড়ে । শাখাটি হয়তো কম চর্চিত কিন্তু অধিকাংশ পাঠক মনেই এটি একটি টানটান জিজ্ঞাসা ও তার রেশ রেখে যায় একথা একেবারে সত্য । থ্রিলার শব্দটি ইংরেজি রচনা। যে রচনা পাঠক মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তাই হল থ্রিলার ।থ্রিলার কাহিনীর মধ্যে খুন-জখম কাহিনী প্রধান ।আবার অ্যাডভেঞ্চার গল্প হল কোন স্থানকে কেন্দ্র করে ওই জায়গায় যাওয়া, কাল ক্রমে রহস্য বা অভূতপূর্ব ঘটনা প্রবাহ তৈরি হওয়া এবং গতিময়তার মাধ্যমে উপসংহারে উপনীত হওয়া। বহু রহস্য গল্পে আমরা সরাসরি গোয়েন্দাকে খুঁজে পাইনা,গল্পের পাত্র পাত্রীর মধ্যে কেউ ঘটনার তদন্ত করে তার সমাধান করেন এগুলোকে বলা যেতে পারে গোয়েন্দা বিহীন রহস্য গল্প। উপরোক্ত সবকটি শাখাই আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

Scanned with Ca

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোয়েন্দা গল্প রচনার ইতিহাস ও পটভূমি

Scanned with Ca

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ গোয়েন্দা গল্প রচনার ইতিহাস ও পটভূমি

গবেষক সুকুমার সেনের মতে- 'ক্রাইম কাহিনীর সূত্রপাত বৈদিক সাহিত্যের গদ্যে ও পদ্যে'[3]। পৃথিবীর প্রাচীনতম ডিটেকটিভ গল্প লিখিত ভাবে পাওয়া গেছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের কোন পুঁথিতে । আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ তে ঐতরেয় ব্রাম্ভনের গদ্যগ্রন্থেও এই ধরনের কিছু ডিটেকটিভ গল্পের সন্ধান মেলে । ডক্টর সুকুমার সেনের মতে – "আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনীর উৎপত্তি খুঁজতে গেলে আমরা বোধকরি সরাসরি কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে আরব্য উপন্যাসে পৌঁছই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ফরাসি পন্ডিত, সাহিত্যিক ,প্রচন্ড প্রতিভাধর মহামনস্বী ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) আরব্য উপন্যাস থেকে মালমশলা নিয়ে আধুনিক ক্রাইম কাহিনীর প্রথম গোয়েন্দার ছক আঁকলেন । এর নাম দিলেন জাদিগ।"[4] বিদেশি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম ক্রাইম কাহানির স্রষ্টা হিসেবে পরিগণিত হন ফার্গুস হিউম। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) রচিত – 'Murders in the rue morgue'[5] গ্রাহামস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত, প্রথম গোয়েন্দা কাহিনী । অতঃপর বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী সরাসরি মঞ্চে অবতীর্ণ হয়নি,সে এসেছে বিদেশী ভাষাকে সঙ্গী করে । পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে বিশদে আলোকপাত করা হবে ।

---

[3] সুকুমার সেন : ক্রাইমের কালক্রান্তি , আনন্দ – পৃষ্ঠা – ১৩ ।

[4] সুকুমার সেন : ক্রাইমের কালক্রান্তি , আনন্দ – পৃষ্ঠা – 44 ।

[5] সুকুমার সেন : ক্রাইমের কালক্রান্তি , আনন্দ – পৃষ্ঠা – 48 ।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদেশি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় মহিলা রহস্যসন্ধানী

Scanned with Ca

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বিদেশি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্যে মহিলা রহস্যসন্ধানী

ভারতবর্ষের বাইরে যে লেখিকারা গোয়েন্দা গল্প রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন তারা বেশিরভাগই আমেরিকান ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত।

তাঁদের মধ্যে যারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন [6] –

1. ক্যাথরিন গ্রীন (১৮৪৬-১৮৯৬),
2. এল টি মীড (১৮৫৪-১৯১৪),
3. ব্যরনেস অর্কজি (১৮৬৫-১৯৪৭)
4. এদের সকলকে ছাপিয়ে আছেন আগাথা ক্রিস্টি (১৮৯০-১৯৭৬)
5. সাম্প্রতিককালের মধ্যে এলিজাবেথ পিটার (১৯২৭-২০১৩) বিখ্যাত।
6. মেরি বেল্ট লন্ডেস (১৮৬৮-১৯৪৭)
7. লী থেয়ার (১৮৭৪-১৯৭৩)
8. ভারতবর্ষের মধ্যে তামিল ভাষায় প্রথম মহিলা ডিটেকটিভ গল্প লেখিকা হলেন KOTHAINAYAKI AMMALI [7]
9. এছাড়াও যাদের নাম আমরা এখানে করতে পারি তাঁরা হলেন কল্পনা স্বামিনাথান, কিরণ মনরাল এবং মঞ্জুরি প্রভু।

---

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Kothainayaki_Ammal

চতুর্থ অধ্যায়

মহিলা বনাম পুরুষ রহস্যসন্ধানীর রহস্য অনুসন্ধানের ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ

Scanned with Ca

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মহিলা বনাম পুরুষ রহস্যসন্ধানীর রহস্য অনুসন্ধানের ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ

এই অধ্যায়টিতে আমরা মূলত চেষ্টা করব পুরুষ রহস্য সন্ধানী এবং মহিলা রহস্যসন্ধানীর রহস্য বিশ্লেষণের ধারাকে তুলে ধরতে । বাংলা সাহিত্যে পুরুষ রহস্যসন্ধানীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয় সে তুলনায় মহিলা রহস্যসন্ধানী সংখ্যা অপ্রতুল কিন্তু তার মধ্যেও যারা বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হবেন। সাধারণত সমাজে মহিলা গোয়েন্দাকে একটু হেয় নজরেই দেখা হয় ।শারীরিক শক্তির কারণে একজন পুরুষ যতটা স্বাবলম্বী মেয়েরা কিভাবে সেটা পরিপূর্ণ করবে এটাই প্রত্যেকের মনের ধারণা কিন্তু সর্বক্ষেত্রে গায়ের জোর শেষ কথা নয়, বুদ্ধির ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের চিরন্তন ধারণাটি চলে না।

আমরা আমাদের আলোচনায় একটি অন্য বিষয়ের উপরেও দৃষ্টিপাত করতে চাই।আমাদের গোয়েন্দা বিভাগে বর্তমানে এমন অনেক মহিলা আছেন যারা সম মর্যাদা এবং কৃতিত্বের অধিকারী। বিভিন্ন তদন্তের ভার এদের হাতে আসে এবং এরা যথোপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে নিজের দক্ষতা বলে সেই ঘটনাগুলির সমাধান করেন। শুধুমাত্র মহিলা বা পুরুষ রহস্যসন্ধানী বলে নয় মানুষ হিসাবে তারা তাদের কাজকে গ্রহণ করেছেন এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছেন এ বিষয়ে প্রতিও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত ।

Scanned with Ca

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে মহিলা রহস্যসন্ধানী

Scanned with Ca

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যে মহিলা রহস্যসন্ধানী

এই অধ্যায়টি আমাদের গবেষণা কর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।কারণ এই অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব একদম প্রথম দিক থেকে যে সকল মহিলা রহস্যসন্ধানী রহস্য সমাধান করেছেন তাঁদের তালিকা। অনেক পুরুষ লেখক তাঁর কলমে এঁকেছেন নারী গোয়েন্দাকে, আবার অনেক নারীও সৃষ্টি করেছেন পুরুষ গোয়েন্দাকে, যার সংখ্যাও কম নয় । এই বিষয়গুলোতে আমরা এখানে আলোকপাত করার চেষ্টা করব । ।এখনো পর্যন্ত যাঁদের রচিত মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র খুঁজে পাওয়া গেছে তাঁদের কিছুটা অংশ আমরা নিচে তুলে ধরলাম-

1. প্রভাবতী দেবী সরস্বতী - গোয়েন্দা কৃষ্ণা
2. অজিতকৃষ্ণ বসু - নন্দিনী সোম
3. নলিনী দাস - গোয়েন্দা গন্ডালু
4. মনোজ সেন - দময়ন্তী সেন
5. অদ্রীশ বর্ধন - গোয়েন্দা নারায়নী
6. তপন বন্দ্যোপাধ্যায় - গোয়েন্দা গার্গী
7. সুচিত্রা ভট্টাচার্য - মিতিনমাসি
8. নবনীতা দেবসেন - গোয়েন্দা সারা
9. রাজেশ বসু – দিয়ালা

এছাড়াও সরলাবালা দেবী এবং আশালতা সিংহ এই দুজন লেখিকার গোয়েন্দা গল্প আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই দুজনের সৃষ্ট চরিত্রগুলি পুরুষ, যথাক্রমে সুধাংশু শেখর এবং বিমানবিহারী।

Scanned with Ca

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও তাঁর মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র

Scanned with Ca

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও তাঁর মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র

সুচিত্রা ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস-গোয়েন্দা কাহিনীর মাধ্যমে। তাঁর রচিত জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্রটি হলো মিতিনমাসি। এই চরিত্রটি আদ্যন্ত বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ ও পরিবারকেন্দ্রিক। অথচ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সচেতন। বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে তাকে পড়তে হয়েছে রহস্য সমাধান করার জন্য। কিন্তু সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অনমনীয় লেখনীর সাক্ষী এই মিতিনমাসি সমস্ত বাধা কে কাটিয়ে প্রত্যেকবারই আসল অপরাধী কে খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও তাঁর সৃষ্ট এই গোয়েন্দা চরিত্রটির বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করব।

মিতিনমাসি সমগ্র (প্রথম খণ্ড) লেখিকার ভূমিকায় আমরা পাই - "আমি যে কখনো গোয়েন্দা গল্প কিংবা রহস্য গল্প লিখব এমনটা ভাবি নি...... তবে একথাও ঠিক একটা প্রশ্নও তখন থেকেই উঁকিঝুঁকি দিত মনে. এত যেসব বিখ্যাত বিখ্যাত গোয়েন্দা সকলেই পুরুষ কেন? আগাথা ক্রিস্টির মত দুঁদে গোয়েন্দা লেখক নিজে মহিলা হয়েও মিস মার্পেল এর কয়েকটি কাহিনী ছাড়া কেন একজন পুরুষকে বেছেছেন তার গোয়েন্দা চরিত্রে?"[৪]

সম্ভবত এই প্রশ্নটাই ঘুরে বেরিয়েছে -লেখিকার মনের অলিন্দে। মনের এই তাগিদেই তার মানস কন্যা প্রজ্ঞাপারমিতার জন্ম। উপরোক্ত অধ্যায়টিতে আমরা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখনীর ধারা ও বিশেষত তাঁর সৃষ্ট মহিলা রহস্যসন্ধানীকে সম্যক আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

---

[৪] মিতিনমাসি সমগ্র – প্রথম খণ্ড – ভূমিকা।

সপ্তম অধ্যায়

মিতিন মাসির রহস্য সন্ধানের শৈলী ও অন্যান্য মহিলা রহস্যসন্ধানীদের সঙ্গে তুলনা

Scanned with Ca

সপ্তম অধ্যায়ঃ মিতিন মাসির রহস্য সন্ধানের শৈলী ও অন্যান্য মহিলা রহস্যসন্ধানীদের সঙ্গে তুলনা

এই অধ্যায়টি আমরা রেখেছি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র মিতিনমাসি ওরফে প্রজ্ঞাপারমিতার রহস্য সন্ধানের শৈলী ও বিশেষত্ব আলোচনা করার জন্য। লেখিকা এই চরিত্রটি কে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করেছিলেন তাঁর লেখা ভূমিকাতেই আমরা সে কথা জানতে পেরেছি। মিতিন আটপৌরে সাধারণ একজন গৃহবধূ অথচ বুদ্ধিতে সে কম নয়। ঠিক যেন পাশের বাড়ির একটি মেয়ে। অথচ সংসার সামলায় পুলিশের বড়কর্তাদের সাথে পরিচয় রেখে খুন রাহাজানি বা ডাকাতির কেস ও সমাধান করে ফেলে অনায়াসেই। সুতরাং তার বিশেষত্ব গুণাবলী এবং অন্যান্য সন্ধানীদের সঙ্গে তুলনা এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয়। মিতিন আজকের যুগের একজন অত্যন্ত ঝকঝকে সপ্রতিভ মহিলা। শৌরীন্দ্রমোহন-এর গোয়েন্দা বিন্দু পিসিকে আমরা দেখি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে খবর শুনে রহস্য সমাধান করতে। অর্থাৎ ডাটা কালেকশন এঁর ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আবার অন্যদিকে পবিত্র সরকারের গোয়েন্দা রুমির নজর একদম সাধারন একটা বাচ্চার রিফ্লেক্সের দিকে। প্রত্যেক রহস্যসন্ধানীর রহস্য সন্ধানে নিজের একটা ধারা এবং বৈশিষ্ট্য আছে। কেউ তথ্য অনুসন্ধান করে ,কেউ ঘটনার সঙ্গে তাৎপর্য বা পারম্পর্য রক্ষা করে, আবার কেউ অনুমানের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে যায় অনেক দূর। এই অধ্যায়ে আমরা মিতিনমাসির রহস্য সন্ধানের ধারার সঙ্গে অন্যান্য মহিলা রহস্য সন্ধানীদের শৈলীর তুলনা করে দেখাতে চাই।

উপসংহার

Scanned with Ca

উপসংহার

কোন বিষয়ে গবেষণা কর্মের লক্ষ্য হল গবেষক কর্তৃক উদ্‌ধৃত সমস্যাগুলিকে নিরূপণ করা। যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে এবং নানা আঙ্গিকে বিচার করে তবেই উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব।আমাদের উপরিউক্ত বিষয়টি নিয়ে এখনও বহু কাজ এবং খোঁজ বাকি। সে কারণে আগামীদিনে আমরা আশা রাখি আরও তথ্য সমৃদ্ধ হওয়ার এবং সেই তথ্যগুলো থেকে সমাধান সূত্র বের করে একটি নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর। আমাদের গবেষণার বিষয়টি যেহেতু আলোচিত হয়েছে এ যাবৎ কম তাই এ বিষয়ে নির্দিষ্ট খোঁজ এবং তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ আমাদেরকে একটি নতুন লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে এ বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

তথ্যপঞ্জি

1. সুকুমার সেন : ক্রাইমের কালক্রান্তি , আনন্দ – পৃষ্ঠা – ৪
2. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী – মেয়েরা যখন গোয়েন্দা – পৃষ্ঠা -০৬
3. সুকুমার সেন : ক্রাইমের কালক্রান্তি , আনন্দ – পৃষ্ঠা – ১৩ ।
4. সুকুমার সেন : ক্রাইমের কালক্রান্তি , আনন্দ – পৃষ্ঠা – 44 ।
5. সুকুমার সেন : ক্রাইমের কালক্রান্তি , আনন্দ – পৃষ্ঠা – 48 ।
6. **https://en.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie**
7. **https://en.wikipedia.org/wiki/Kothainayaki_Ammal**
8. মিতিনমাসি সমগ্র – প্রথম খণ্ড – ভূমিকা ।

Scanned with Ca

-: গ্রন্থপঞ্জি:-

আকরগ্রন্থ

1. আগাথা ক্রিস্টি : বডি ইন দা লাইব্রেরী - ১৯৪২
2. আগাথা ক্রিস্টি : দা মুভিং ফিঙ্গার - ১৯৪২
3. আগাথা ক্রিস্টি : এ মার্ডার ইজ এনাউন্সড – ১৯৫০
4. তপন বন্দ্যোপাধ্যায় : গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র - খন্ড ১ – দে'জ – কলকাতা ৭৩
5. তপন বন্দ্যোপাধ্যায় : গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র - খন্ড ২ – দে'জ – কলকাতা ৭৩
6. তপন বন্দ্যোপাধ্যায় : গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র - খন্ড ৩ – দে'জ – কলকাতা ৭৩
7. তপন বন্দ্যোপাধ্যায় : গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র - খন্ড ৪ – দে'জ – কলকাতা ৭৩
8. তপন বন্দ্যোপাধ্যায় : গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র - খন্ড ৫ – দে'জ – কলকাতা ৭৩
9. তপন বন্দ্যোপাধ্যায় : গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র - খন্ড ৬ – দে'জ – কলকাতা ৭৩
10. নলিনী দাশ – গোয়েন্দা গন্ডালু (আখ্যাপত্র পাওয়া যায় নি)
11. প্রভাবতী দেবী সরস্বতী : গোয়েন্দা কৃষ্ণা - দেব সাহিত্য কুটির - ২০২০
12. মনোজ সেন : রহস্যসন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র - বুক ফার্ম - ২০২০
13. সুচিত্রা ভট্টাচার্য : মিতিন মাসী সমগ্র-১, আনন্দ - সপ্তম মুদ্রণ - ২০১৯
14. সুচিত্রা ভট্টাচার্য : মিতিন মাসী সমগ্র-২, আনন্দ - ষষ্ঠ মুদ্রণ - ২০১৯

Scanned with Ca

সহায়ক গ্রন্থ

1. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী – মেয়েরা যখন গোয়েন্দা – নিউ স্ক্রিপ্ট – দ্বিতীয় সংস্করণ -জানুয়ারী -২০১৮
2. নীহাররঞ্জন গুপ্ত - কিরীটি অমনিবাস - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স - ১৯৯৩
3. রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ ঘোষ সম্পাদিত- গোয়েন্দা আর গোয়েন্দা।
4. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় - গোয়েন্দা বরদাচরণ – নাথ পাবলিশিং – কলকাতা ০৯
5. সুকুমার সেন : ক্রাইমের কালক্রান্তি , আনন্দ , তৃতীয় মুদ্রণ ,২০১২
6. সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত): একাল সেকালের গোয়েন্দা রহস্য ,মিত্র ঘোষ,প্রথম প্রকাশ,১৪২৪
7. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - কাকাবাবু সমগ্র – আনন্দ পাবলিশার্স – ২০১২
8. হেমেন্দ্রকুমার রায় - অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র – পি ডি এফ বুকস

পত্র-পত্রিকা

1. আনন্দবাজার রবিবাসরীয় সংখ্যা - ঈর্ষার সবুজ চোখ - তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
2. আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী সংখ্যা - শতাব্দি পেরিয়ে পোয়ারো -সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়-১৪২৭
3. এক্ষণ পত্রিকা - কালীপ্রসন্ন ও বাকাউল্লা - শারদীয়া সংখ্যা – ১৩৯৪
4. দারোগার দপ্তর – সপ্তম সংখ্যা – বৈশাখ – ১৩০৫ - কলকাতা
5. কিশোর ভারতী - আখ্যাপত্রটি এখনো পাইনি ।
6. ক্রাইম সিরিজ - দেব সাহিত্য কুটির
7. দেব সাহিত্য কুটির গ্রন্থমালা - সৌরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
8. দেশ - পৌষ ফাল্গুন সংখ্যা – ১৩৯৮
9. বিভাব - বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা - সম্পাদনা রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ ঘোষ
10. ভারতবর্ষ পত্রিকা (ছিন্ন হস্ত)- সম্পাদনা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি - ১৯১৫
11. ভারতী পত্রিকা - হরিসাধন মুখোপাধ্যায় - হত্যাকারী কে? – বৈশাখ - ১২৯৭
12. শারদীয়া - শুকতারা -সুদর্শন এর ক্যামেরা উধাও - সুনীল বন্দোপাধ্যায়- ১৪২৫
13. সন্দেশ - পারুল প্রকাশনী - লীলা মজুমদার রচিত কিছু রহস্য গল্প এখানে আছে।

Web sites (URL details)

https://archive.org/search.php?query=+%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE&sin=

Date of access: 18-08-2020

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/

Date of access: 09-06-2020

Scanned with Ca